76

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 30. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... ৭ ...

নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করার পূর্বে যথাযথ নীতিমালা প্রয়োজন

রাজশাহী অফিস ॥ ইংরেজী নূতন বৎসরের শুরু হইতেই দুই/তিন বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলের শত-শত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতনের শতকরা আশি ভাগ সরকারী অনুদান পাওয়ার আশায় এমপিও (মান্থলি পে-অর্ডার) ভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কবে হইতে এমপিও ভুক্তিকরণের কাজ চলিবে অথবা কোন্ কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইহার আওতায় আসিবে তাহার নীতিমালা ঘোষণা করা না হইলেও শিক্ষা দফতরে কাগজ-পত্র পাঠাইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ নানাজনের নিকট ধর্ণা দিতেছেন। সিনিয়র জুনিয়রের প্রশ্ন নাই। অতীতে অনেক জুনিয়র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেক্কা দিয়া তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছে। এবারও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না বলিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধারণা হইয়াছে।

উল্লেখ্য, সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের বেতনের শতকরা আশি ভাগ অনুদান হিসাবে প্রদান ও বেতন স্কেল নির্ধারণের কথা ঘোষণা দেওয়ার পর গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যেখানে সেখানে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়িয়াছে। কোন নদী না থাকিলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিন মাইলের মধ্যে অনুরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না– শিক্ষাবোর্ডের এইরকম নিয়ম থাকিলেও শিক্ষাবোর্ডগুলি নিজেরাই ইহা ভঙ্গ করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন দিতেছে। উল্লেখ্য, এমপিও ভুক্তিকরণের জন্য শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন অবশ্যই প্রয়োজন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কর্মকর্তা জানান, নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা অনুমোদনের জন্য এমন এমন মহল হইতে চাপ আসে যে, তাহাদের অনুমোদন দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শিক্ষাবোর্ডের এই তথ্য যেমন সত্য শিক্ষা বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা অর্থের বিনিময়ে অনুমোদন দিয়া থাকেন– ইহাও তেমনি সত্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের আগে চলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োগ। এই ক্ষেত্রে মেধার যাচাই হয় কম। যাচাই হয় কে কত ডোনেশন দিতেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, যতদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত হইবে না ততদিন তাঁহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে শতকরা কুড়ি ভাগ বেতনও প্রদান করা হইবে না এবং এমপিও ভুক্তিকরণের সময় যে টাকা ব্যয় হইবে তাহার একটি অংশ পুনরায় প্রদান করিতে হইবে। এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন শিক্ষক অথবা কর্মচারীর পদশূন্য হইলে একইভাবে ডোনেশন আদায় করিয়া শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডোনেশনের রেট হয় দ্বিগুণ। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পরের মাস হইতেই বেতন পাওয়া যাইতেছে।

জানা গিয়াছে, ডোনেশনের জন্যই নূতন স্থাপিত কলেজগুলিতে ছাত্র থাকুক বা না থাকুক অনেকগুলি বিষয় চালু করা হইতেছে। এমন কলেজও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যেখানে বাধ্যতামূলক বাংলা ও ইংরেজী ছাড়া বিষয় রহিয়াছে বারটি। কলেজ প্রতিষ্ঠার এত ধুম পড়িয়াছে যে, অনেক জায়গায় অন্য কলেজের পাশাপাশি মহিলা কলেজ খোলা হইতেছে। নূতন প্রতিষ্ঠিত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নাই। ভুয়া নাম ব্যবহার করিয়া এবং জানাশোনা ব্যক্তিদের স্ত্রী ও কন্যাদের ছাত্রী হিসাবে দেখানো হইতেছে। মাঠের ভিতর অনেক নূতন স্কুল-কলেজের ভবন টিনের শেড দেওয়া। মহিলা কলেজে কোন সীমানা প্রাচীর নাই। নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের শতকরা কুড়ি ভাগ বেতন প্রদান না করিলেও সকলে সরকারের শতকরা আশি ভাগ বেতন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এমপিও ভুক্তিকরণের আগে শিক্ষা বিভাগকে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। এইভাবে চারিদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে তাহাতে শিক্ষার মান বাড়িবে না বরং হ্রাস পাইবে।

SHEET ___ OF ___ SHEETS